বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ
বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট-১

# শেওলা স্থলবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (অতিরিক্ত উন্নয়ন কাজ)

স্থানঃ উপজেলা-বিয়ানীবাজার, জেলা-সিলেট

আর্থিক সহযোগিতায়ঃ বাংলাদেশ সরকার ও বিশ্বব্যাংক

## পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন

**জানুয়ারী, ২০২৪**

# নির্বাহী সারসংক্ষেপ

১. **ভূমিকা:** শেওলা স্থলবন্দরের ভবিষ্যৎ চাহিদা পূরণ করতে অতিরিক্ত সুবিধা প্রদানের জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ অতিরিক্ত আরো ৩.৭৮ একর জমি অধিগ্রহণ করার পরিকল্পনা গ্রহন করে। এই প্রসঙ্গে প্রকল্প সম্পর্কিত ঝুঁকি ও প্রভাব এবং তাদের প্রশমন ব্যবস্থা একত্রীভূত করে উহার ক্ষতিপূরণের পরিমাপ নির্ধারণ করতে এই প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যা মূল প্রকল্পের জন্য বিদ্যমান থাকা পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদনের মান সম্পন্ন পদ্ধতি অনুসরণ করে অতিরিক্ত সংযোজন হিসেবে প্রকাশ করা হবে।

২. **নীতি, আইনি প্রশাসন ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোঃ** ইসিআর ২০২৩ অনুসারে প্রকল্প কতৃপক্ষ ইতোমধ্যে প্রকল্পটি 'কমলা' শ্রেনী হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তর থেকে নিয়ম অনুযায়ী পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে এবং প্রতিবছর পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত ফি প্রদান করে নবায়ন করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাংকের পরিবেশগত সুরক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে, পরিবেশ মূল্যায়ন (ওপি/বিপি ৪.০১) (Environmental Assessment (OP/BP 4.01) এবং জমি অধিগ্রহণের জন্য OP/BP 4.12 অনৈচ্ছিক নিস্পত্তি (ক্ষতিপূরণ যোগ্য) নীতি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। ইহা ছাড়াও শ্রমিক অন্তঃপ্রবাহ নির্দেশিকা ২০১৬ এই প্রকল্পের জন্য প্রযোজ্য হবে।

৩. **প্রকল্পের বর্ণনাঃ** শেওলা স্থল বন্দর উন্নয়নের সংশোধিত মাস্টার প্লান অনুযায়ী প্রস্তাবিত অতিরিক্ত জমিতে নতুন আবাসিক ও অফিস ভবন, সেই সাথে সেবা প্রদানকারী এলাকার সম্প্রসারণ সমুহ নির্মাণ করা হবে। এই সমস্ত উন্নয়ন কাজের জন্য প্রস্তাবিত ৩.৭৮ একর অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত জমি অধিগ্রহণের জন্য আলাদাভাবে পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিকল্পনা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে যাহা অবকাঠামো নির্মাণ কাজ শুরুর আগেই বাস্তবায়ন করা হবে। প্রচলিত সরকারী বিধি অনুযায়ী সবধরণের ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের নকশা প্রনয়ন, প্রাক্কলন প্রস্তুতি, দরপত্র দলিল প্রস্তুত ইতোমধ্যেই সম্পন্ন করা হয়েছে। দরপত্র দলিল প্রস্তুতের সময় পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও সম্ভাব্য ব্যয় দরপত্র দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪. **পরিবেশগত ও সামাজিক বেসলাইনঃ** প্রকল্প এলাকার জমির ফিজিওগ্রাফি সুরমা-কুশিয়ারা প্লাবনভূমির অন্তর্গত। শেওলা স্থলবন্দরের প্রস্তাবিত অধিকাংশ এলাকা কুশিয়ারা নদীর অববাহিকার মধ্যে অবস্থিত। মোটা স্তরের পাললিক পলিমাটির আস্তরণ দ্বারা স্থলবন্দর এলাকার মাটির স্তর গঠিত। উপরি পৃষ্ঠের মাটির স্তর সাধারণত ধূসর, পলি, দোআঁশ মাটি ও দোআঁশ পলিমাটি দ্বারা গঠিত। প্রকল্প এলাকাটি বাংলাদেশের উত্তর-পূর্ব ভুমিকম্প তীব্রতা এলাকা-৪ এর অন্তর্গত যাহা অতি প্রখর তীব্র ভুমিকম্প এলাকা হিসেবে ধরা হয় এবং এই এলাকার প্রাথমিক তীব্রতা সহগ ০.৩৬ জি.। এই এলাকার জলবায়ু সাধারণত প্রায় গ্রীষ্মমন্ডলীয় এবং ৩টি ঋতুতে বিভক্তঃ মার্চ হইতে মে পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল, জুন হইতে অক্টোবর পর্যন্ত বর্ষাকাল এবং নভেম্বর হইতে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত শীতকাল। প্রকল্প এলাকাটি কোন বাস্তুসংকটাপন্ন এলাকার মধ্যে অবস্থিত নয়। বিভিন্ন প্রকার পরিবেশগত সম্পদ যেমন উদ্ভিদজগত ও প্রাণীজগতের বর্ণনা মূল প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হয়েছে। এই স্থলবন্দরটির উন্নয়নের জন্য কোনও পাহাড় কাটা বা কোনও জলাভূমি ভরাটের প্রয়োজন হবে না। প্রকল্প এলাকায় প্রধান ও লক্ষণীয় কোন দূষণের উৎস নেই। এই কারণে বায়ুদূষণের মাত্রা, শব্দদূষণের মাত্রা, ভূগর্ভস্থ ও ভূপৃষ্ঠের পানির গুণমান পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্ধারিত মানসীমার মধ্যে অবস্থিত। প্রতিবেদন প্রস্তুতকারী দল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের মাঝে একটি পারিবারিক সমীক্ষা জরিপ করেছে। জমি অধিগ্রহণের ফলে ৫টি পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে যাহা ২২ জন ব্যক্তি দ্বারা গঠিত। তাহাদের মধ্যে ১২ জন পুরুষ ও ১০ জন নারী সদস্য আছে। প্রকল্প এলাকার মধ্যে বা আশেপাশে কোন আদিবাসিদের বাসস্থান নেই।

৫. **সম্ভাব্য পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব সনাক্তকরণঃ** প্রস্তাবিত অতিরিক্ত নির্মাণ কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রধানত নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য অতিরিক্ত ক্যাম্প নির্মাণ, গাছ কাটা, আগাছা পরিস্কার, ভূমি উন্নয়ন ও সাইট প্রস্তুতি, মাটির আংশিক খনন ও পুনর্ভরণ, কর্তন এবং ছিদ্রকরণ, ঢালাই কার্যক্রম, ইস্পাত নির্মিত অবকাঠামো উড্ডয়ন, আভ্যন্তরীন ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ, রঙীন ও মসৃন করা, ভূমির সোন্দর্য্য বর্ধণ ও বনায়ন উল্লেখযোগ্য, অপ্রয়োজনীয় জিনিষ পরিস্কার করা, মাটি ও বর্জ্য পদার্থের পরিবহণ, অতিরিক্ত নির্মাণ সামগ্রীর পরিবহণ, সংরক্ষণ ও ব্যবহার থেকে সৃষ্ঠ দূষণ, অবকাঠামোর ভিত্তি ও পরিকাঠামো নির্মাণের জন্য সৃষ্ঠ দূষণ থেকে পরিবেশের উপর প্রভাব পড়তে পারে। ইহা ছাড়াও শব্দের তীব্রতার মান বৃদ্ধি, বায়ুমানের পরিবর্তন, পানির মান মাত্রার অবনতি, অতিরিক্ত বর্জ্যের উৎপত্তি সমুহ হতে পারে পরিবেশের উপর সৃষ্ট প্রভাব। উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য পানির ব্যবহার, পানির গুনগত মান এবং আশেপাশে অবস্থিত প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর সামান্যই প্রভাব পড়বে। এছাড়াও স্থানীয় জনগোষ্ঠির উপর বহিরাগত শ্রমিকদের প্রভাব কমাতে শ্রম ব্যবস্থাপনা ও শ্রম প্রবাহ পরিকল্পনা, শ্রমিকদের

ব্যবহৃত ক্যাম্প প্রাঙ্গন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা হবে। প্রাপ্ত ডাটা উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখা গেল যে স্থল বন্দর নির্মাণ কালীন সময়ে পরিবেশের উপর সম্ভাব্য প্রভাব সৃষ্টিকারী উপাদান সমূহগুলি-বায়ু দুষণ, শব্দ দুষণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, বন্দর ব্যবহারকারীদের স্বাস্থ্যবিধি ও দুর্ঘটনা, পানি দুষণ, শ্রমিক প্রবাহ, উচ্চ তাপমাত্রা, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি বা হ্রাস, আর্থ সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন, নতুন ব্যবসার সম্প্রসারণ, পারিবারিক ব্যায়, সামাজিক সৌন্দর্য, এবং অবকাঠামোগত সুবিধা।

৬. **স্টেকহোল্ডার বা সুবিধাভোগীদের পরামর্শ ও উহার প্রকাশনাঃ** সুবিধাভোগীদের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে একাধিক পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছে। এইগুলির মধ্যে আছে, কি ইনফরম্যান্ট ইন্টারভিউ (KII), হাটাপথে তথ্য সংগ্রহ (৩টি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে), বিভিন্ন ধরণের পেশাগত/স্বার্থ সংশ্লিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (১৫ জন অংশগ্রহণকারীদের সাথে ২টি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা করা হয়েছে), হেটে চলার পথে অনানুষ্ঠানিক গ্রুপ পরামর্শ। সেখানে সর্বমোট ২৫ জন ব্যক্তির সাথে আলোচনা করা হয়েছে যার মধ্যে ২০ জন পুরুষ ও ৫ জন নারী অংশগ্রহণ করেছিল। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মতামত লিপিবদ্ধ করা হয়।

৭. **অভিযোগ প্রতিকার প্রক্রিয়াঃ** জমি অধিগ্রহণ ও অন্যান্য যৌন নির্যাতন বা হয়রানির অভিযোগ গ্রহণ ও তার প্রতিকার ব্যাবস্থার জন্য বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ তার বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার উপর ভিত্তি করে শেওলা স্থল বন্দর উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য দুই স্তরের অভিযোগ প্রতিকার কমিটি (জিআরসি) পূর্বেই চালু করেছে যাহা এখনও কার্যকর আছে।

৮. **পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা ও প্রতিকার ব্যবস্থা পরিকল্পনাঃ** মূল প্রতিবেদনের বর্ণনা করা পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার ভিশনকে লক্ষ রেখে অতিরিক্ত উন্নয়ন কাজের জন্য প্রকল্পের এই পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব প্রশমিত করা জন্য শুপারিশ মালা প্রনয়ণ করে পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। এই পরিবেশগত ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা ও তার সম্ভাব্য ব্যয় দরপত্র দলিলের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে থাকবে এবং নির্মাণ ঠিকাদারের সহিত চুক্তি দলিলে অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক।

৯. **উপসংহার ও সুপারিশ সমুহঃ** পরিবেশ অধিদপ্তর ও বিশ্বব্যাংকের বিধি বিধাণ অনুসরণ করে এই পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাব মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে। এই প্রতিবেদনের প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে যে, প্রকল্পের সাথে জড়িত সম্ভাব্য তবে সীমিত যে পরিবেশের উপর প্রভাব সৃষ্টি হতে পারে তা কমাতে প্রকল্পের নির্মাণ কাজ, ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণে সতর্কতার সাথে মনোযোগ দিতে হবে। প্রস্তাবিত প্রভাব প্রশমন ব্যবস্থাগুলির বাস্তবায়ন বিবেচনায় রেখে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় যে প্রকল্পের সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাবগুলো গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে থাকবে। জনগণের পরামর্শ এবং স্টেকহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরামর্শগুলি হালনাগাদকৃত প্রকল্প পরিকল্পনা বা পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।